শ্রীহট্ট-কাছাড় ও উত্তর ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মন্টু দাস

(তথ্য ভিত্তিক)

[ভারতবর্ষ এক উজ্জ্বল ইতিহাসমন্ডিত দেশ। এর প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে - অনেক স্মৃতি, অনুভূতি আর তথ্যে ভরা কাহিনীর সূত্র। কোন কোন অঞ্চলের ইতিহাস যেমন বহুচর্চিত, তেমনি এখনও আধা-অন্ধকারে পড়ে রয়েছে অনেক জায়গার অতীত, যা কোন অংশেই কম চিত্তাকর্ষক নয়। এইরকমই একটি অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন মন্টু দাস।]

সুপ্রাচীনকাল থেকে এই তিনটি ভূমি খণ্ড একই সুত্রে বাঁধা। শিল্প-সংস্কৃতি-ধর্মীয় ভাবনা ও চিন্তা চেতনার তিনটি জায়গা একেবারে পাশাপাশি অবস্থানরত। দেশ ভাগের কলঙ্ক আর স্বাধীন দেশের রাজ্য গঠন প্রণালী, তার পূর্বে ব্রিটিশের কুটকৌশল তিনটি ভূ-খন্ডকে পৃথক করলেও সাংস্কৃতিক চেতনায় আজও অভিন্ন। অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় "বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থের আদি পর্বে লিখেছেন "বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা তো মেঘনা উপত্যকারই (মৈমন সিং, ত্রিপুর া, ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে, এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ব বাংলার এই কয়টি জেলার বিশেষ ভাবে ত্রিপুরা ও পূর্ব মৈমন সিং জেলার ---- সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়া ছিল। এখনও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে এক সুত্রে গাঁথা। শুধু তাহাই নয়, লোকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন ও বাঙলার এই জেলাগুলির সঙ্গে।"

ভৌগলিক দিক থেকে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্ব দিকের বিস্তৃতি কোন প্রাকৃতিক বাঁধার সম্মুখীন না হয়ে উত্তর ত্রিপুরার সমতল ভূমি সহ পুরো সুরমা-বরাক উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত --এই বিশাল সমভূমিকে তিনদিকে বেষ্টন করে আছে ত্রিপুরা মিজোরাম, মণিপুর, উত্তর কাছাড় ও মেঘালয়ের উতুঙ্গ শৈল শ্রেণী। ত াই স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার সংস্কৃতি সরাসরি এই উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শৈল শ্রেণীতে বাধা পেয়েছে।

এ অঞ্চলের ইতিহাসের প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত হলেও ইতিহাস চর্চার অপরিসীম দৈন্যতাহেতু অজ্ঞাত হয়ে গেছে এখানক ার প্রাচীন ইতিহাস। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ ভূমি সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন ছিল। উত্তর ত্রিপুরার মেঘালয়, মিজে ারাম, উত্তর কাছাড় ও মণিপুরের শৈলশ্রেনী থেকে নির্গত নদীর পলি দ্বারা সমুদ্র গর্ভ থেকে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে এই বিস্তির্ণ সমভুমির মাঝে মাঝে অসংখ্য বিল বা হাওর এই সত্যকে আরোও প্রকট করে। আলোচ্য সমভূমি সমুদ্রবক্ষ থেকে উঠে আসার বহু লক্ষ বছর পূর্বে তৈরি হয়েছিল উত্তর ত্রিপুরা উত্তর কাছাড় ইত্যাদি জায়গার শৈল ভূমি। এট াও ভূতাত্বিক গবেষণায় স্বীকৃত। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সমাধী ক্ষেত্র শক্তিস্থলের জীবাশ্মটি ত্রিপুরার বৃক্ষ জীবাশ্ম দ্বারা তৈরি। সুতরাং লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে এই শৈল শ্রেণী মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল। আর এই শৈল শ্রেণীর নিম্নভাগে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ত। এখানে গড়ে উঠেছিল নগরশ্রী চুড়ামণি, কাটিগড়া, ইন্দ্বের, প্রভামার ইত্যাদি নৌবন্দর। গ্রীক লেখকরা পূর্ব ভারতের বিশাল অঞ্চলকে বলত ' Trans Gangetic । প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট ও কিরাত দেশের সীমানায় একটি বিশাল মেলা বসত। এতে চিন, গ্রীস ইত্যাদি দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা আসতো। অচ্যুৎ চরণ চৌধুরী রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' কৈলাস চন্দ্র সিংহ রচিত 'রাজমালা' খ্রীষ্টীয়ি ১ম শতকের গ্রীস গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। The commerce and nevigation of the Erithrace sea - তে এরই ইঙ্গিত মিলে। এ অঞ্চলের নৌবন্দর

সম্পর্কে খ্রীষ্ট্রিয় দ্বিতীয় শতকে বিখ্যাত গ্রীক ভূগোল বিদ টলেমি এক বিশ্লেষণে জানাচ্ছেন --- It is not necessary to curtail the distance from the golden Khersones to Zaba, since as the coast faces the south, It must run Perallel with equator. We must reduce, however, the distance from Zaba to Kattigarra, since the course of the nevigation is towards the south and the east.' উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার ভাবে এ অঞ্চলের নৌবন্দর ও নৌবাণিজ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। কাটিগড়া বন্দরকে কেন্দ্র করে তিনটি হাইওয়ে এ অঞ্চলের সাথে ভারতের মূল ভূখন্ডকে যুক্ত করেছিল বলে অনুমান করা যায়। কাটিগড়া থেকে উত্তর কাছাড়ের পাহাড়ি ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে (বর্তমানে বদরপুর-- লামডিং রেলপথ যে দিকে হয়েছে) লামডিং পর্যন্ত, চীন দুয়াং গিরিপথ ধরে ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে ইম্ফল শিলচর হয়ে কাটিগড়া অব্দি এবং পূর্ব বাংলার মধ্য থেকে ধর্মনগরের কালাছড়া কুর্তির মধ্য দিয়ে লঙ্গাই অববাহিকা হয়ে --- এ তিন রাজপথ সারা ভারতের সাথে এ অঞ্চলের সংযোগ রক্ষা করত। আজও কালাছড়া অঞ্চলে এ পথের চিহ্ন আছে।

"ঢ়স্তন্ত্রক্রস্তু ট্রড়ন্দ্র " গ্রন্থে চিন দেশের সামগ্রী এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিদেশে রপ্তানী হতো এ সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি। " ……….chinese merchandise used to taken through Eastern India to Gangetic vally for Export by the sea in the 1st century AD ……… Assam Burma route the early century of the christan era" এসব বিষয়ে উৎসাহী পাঠকগণ 'India and China' 'লঙ্গাই অববাহিকা ও বাণভট্ট প্রাচীণ ইতিহাসের বিস্ময়' Commerce and navigation of the Erithraci sea" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করে দেখতে পারেন।

খ্রীষ্ট্র পূর্বকাল থেকে এ অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্য অঞ্চল বলে এখানে পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের সমাগম ও বসতী গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনুমান করেছেন এ অঞ্চলে বিশেষত উত্তর ত্রিপুরা ও বদরপুরের পাহাড়ি ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রাচীন নর গোষ্ঠির বাসভূমি ছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে আলোচ্য অঞ্চলে ভারতীয় আর্য, ইন্দো-মঙ্গোলয়েড, অষ্টিক, দ্রাবিড়, প্রটো-অষ্ট্রোলয়েড পাশাপাশি বসবাস করেছেন। সামাজিক আত্তিকরণের বিশেষ স্তরে আলোচ্য জাতি ও ভাষিক গোষ্ঠির মিশ্রণে এখানে এক উন্নত স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কে অসম বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য্য "উত্তর পূর্ব ভারতের লঙ্গাই অববাহিকা ও বাণভট্ট--- প্রাচীন ইতিহাসের বিস্ময়" গ্রন্থের মুখবন্ধে জানাচ্ছেন ---"প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা, সাহিত্য ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সুদুর অতীতে আর্য দ্রাবিড় অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এক বৃহত্তর আঞ্চলিক সংস্কৃতির কথা ঘোষণা করছে।"

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে পূর্ব ভারতের একটি বিশিষ্ট জনপদ 'সুরমস' নামে চিহিত আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পাণিণি বিশেষজ্ঞ ডঃ বাসুদেব শরণ আগরওয়াল পাণিণি উল্লেখিত 'সুরমস' জনপদকে সুরমা উপত্যকা বলে চিহিত করেছেন। এ নিয়ে বির্তক থাকলেও আমরা ডঃ বাসুদেব শরনের মতকে অপেক্ষাকৃত যুক্তি সঙ্গত মনে করি। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঐতিহাসিক ও রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুমান বঙ্গদেশে আর্যিকরনের পূর্বে আলোচ্য অঞ্চলে আর্যায়ন বিস্তৃত হয়। শ্রীহট্টের আর্য বৈশিষ্ঠ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেন আলোচনা করেছেন। শ্রীহট্ট ও মিথিলার মাঝে গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

তবে আলোচ্য অঞ্চলে আর্যায়নের পূর্বেও স্বাভাবিক জনপদ গড়ে উঠেছিল --- এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা না বাড়িয়ে আলোচ্য অঞ্চলে রাজ্য গঠন প্রকৃয়া সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। পঞ্চম শতকের কিছু পূর্বে বরাক উপত্যকার খলংমাতে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিল। তখনও কাছাড় রাষ্ট্র রাজ্য গঠন প্রকৃয়া শু হয়নি। লোকনাথের তাম্র শাসন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিকরা ধারণা করেছেন সপ্তম শতকের জয় তুঙ্গ ধর্ম ও সুরঙ্গ বিষয় (জেলা) যথাত্রমে জাবিঙ্গা উপত্যকা ও কাছাড়ের সুবঙ চা বাগান। হরিকেল মুদ্রায় বরাকো, পিরাকো ইত্যাদি নাম থাকায় পণ্ডিতেরা বরাক উপত্যকায় হরিকেল রাজ্যের শাসন ছিল বলে ধারণা করছেন। ত্রিপুরী রাজারা এক সময় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান ধর্মনগরে। ত্রিপুরায় বর্তমান রাজ্য সীমার মধ্যে ধর্মনগরই প্রাচীন রাজধানী। পরবর্তী সময় কৈলাসহর হয়ে চলে যান উদয়পুরের রাঙামাটিতে। খুব সম্ভবত ত্রিপুরী রাজারা খলংমা থেকে রাজধানী সরানোর পরই এ অঞ্চল হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বছর কামরূপের বর্মণ রাজারা কাছাড় উত্তর ত্রিপুরা অঞ্চলের অধিকার নেন। নিধনপুর তাম্র শ

াসন এর প্রমাণ। নিধনপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত চন্দ্রপুরী বিষয়ের অবস্থান নির্ণয় হয়ে যায়। যদিও এর প্রকৃত অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে আজও বিতর্ক আছে। তথাপি চন্দ্রপুরী বিষয় যে শ্রীহট্ট কাছাড় ও উত্তর ত্রিপুরার মধ্যে এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার পঞ্চম শতকে উত্তর ত্রিপুরা অঞ্চলের বুধগুপ্তের সময়কার (কালোছড়ায় প্রাপ্ত শিবলিঙ্গ) শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। কাল ছড়ায় প্রাপ্ত শিবলিঙ্গকে অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৫ম শতকের বলে অনুমান করেছেন।

একাদশ শতকে স্বাধীন শ্রীহট্ট রাজ্যের উত্থান ঘটে। দশম শতকে বিক্রমপুরের চন্দ্র রাজারা শ্রীহট্ট শাসন করতেন। দেব র াজারা এ রাজ্য শাসন করতেন। এই রাজ্যের পতনের পর পুনরায় বরাক উপত্যকায় ত্রিপুরী, কোচ ও ডি মাসার রাজ ার শাসন প্রবর্তিত হয়। এক সময় কাছাড়ের পাথারকান্দি অঞ্চলে প্রতাপ গড় নামক রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এ তিনটি অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্ত ভীতের উপর দাঁড়ায়। সুপ্রাচীন কালে এ অঞ্চলে শিক্ষা সংস্কৃতির এক শক্তিশালী কেন্দ্র আত্মপ্রকাশ করে। লাঙ্গল ভিত্তিক কৃষির প্রবর্তন করতে কামরূপের বর্মণ র াজারা নিধনপুর তাম্র শাসনের মাধ্যমে গুজরাট অঞ্চলের প্রায় তিন শতাধিক ব্রাহ্মণ বসতি গড়ে তোলেন খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে। এ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসী ও আগত ব্রাহ্মণ দ্বারা এক মিশ্র উন্নত সংস্কৃতি গড়ে উঠে। গড়ে চন্দ্রপুর অঞ্চলে ৰিবিদ্যালয় ধর্মী বিশাল একটি মঠ। দশম শতকে পশ্চিম ভাগ তাম্রপত্রের মাধ্যমে বিক্রমপুরের চন্দ্র রাজা এক সহস্র মাইল জায়গা জুড়ে প্রায় ৬ হাজার ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকজনকে পগার, গরলা ও চন্দ্রপুর বিষয়ে এক সহস্র মাইল জায়গা জুড়ে বসতি গড়েন। এবং চন্দ্রপুর ৰিবিদ্যালয়ের জন্যে ১২০ পটকা (এক পটকা সমান ৫০ একর) ভূমি দান করা হয়। এই ৰিবিদ্যালয় এখানকার শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। সারা ভারতে প্রচণ্ড বৌদ্ধ প্লাবণ ও আলোচ্য অঞ্চলে কোন দাগ কাটতে পারেনি। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ বিবরণে জানাচ্ছেন এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির চিহ্ নেই। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এখানকার আর্য সংস্কৃতি শক্ত ভীতের উপর দাঁড়িয়ে যায়। উত্তর ত্রিপুরার উনকোটি অঞ্চলে গড়ে ওঠে খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতকের পূর্বে একটি শক্তিশালী তীর্থ স্থান।

আলোচ্য অঞ্চলের শিল্প সংস্কৃতির উচ্চ পর্যায়ের নিদর্শন উনকোটি। ধর্মনগর কৈলাশহর ইত্যাদি স্থানে অসংখ্য স্মৃতি চিহ্াদি রয়ে গেছে প্রাচীন যুগের। এ সম্পর্কে আলোচনা করলে প্রবন্ধের পরিসর অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাবে। তাই অ াপাতত এ বিষয়ে আলোচনায় বিরত রইলাম। তবে একটি কথা না বললে অপূর্ণ থাকে। কথাটি হলো--- সুদুর প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলে সমন্বয়বাদী চিন্তা চেতনা ছিল প্রকট। তাই বিক্রমপুরের চন্দ্র রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও আর্য সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে সহস্র মাইল জায়গা জুড়ে ভূমিদান করেছিলেন। বর্তমান সময়ের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বেলেল্লেপনা নিঃসন্দেহে লজ্জাজনক বিষয়। ত্রিপুরা রাজা পঞ্চখন্ডে বিশাল যজ্ঞে পৌরহিত্য করেন ও ভূমিদান করেন কৈলাসহরের রাজপাট থেকে। তাই প্রাচীন যুগের সমন্বয়বাদী চিন্তা চেতনার সাথে আজকের মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়া আবশ্যক। শ্রীহট্ট, বিক্রমপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উপজাতীয় প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

আলোচ্য অঞ্চলে প্রাচীন যুগে অনেকগুলো রাজ্য ছিল। প্রাচীন শ্রীহট্ট রাজ্যের পতনের পর গৌড়, লাউড়, জয়ন্তীরা মগধ, ইটা, প্রতাপগড়, কাছাড়, ত্রিপুরা ইত্যাদি। তবে শক্তিশালী রাজ্য ছিল ত্রিপুরা। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের রাজপাট উত্তর ত্রিপুরার শৈল শ্রেণী অতিক্রম করে এক সময় দক্ষিণে চলে যায়। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়রাজ গৌড় গোবিন্দ সিক ান্দার গাজী কর্তৃক পরাজিত হলে শ্রীহট্ট অঞ্চলে মুসলমান প্রভাব বাড়ে। আর উত্তর ত্রিপুরা রাজ্যের ছত্র ছায়ায় পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। উত্থান পতনের ধারা বেয়ে ইতিহাস বাঁক নেয়। কোন একটা সময় আলোচ্য অঞ্চলের ধর্মনগর ও কৈলাসহর জনশূন্য হয়ে যায়। বিশিষ্ট রাজমালাকার কালি প্রসন্ন সেন জানাচ্ছেন কুকি আক্রমণ কিংবা মহামারী দুর্ভিক্ষে এ অঞ্চল জনশূন্য হয়। তবে এর সার্বিক কারণ আজও অজানা। শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্মীয় চিন্তা চেতনার উন্নত জনপদ কেন ধবংস হয়ে গেল এ সম্পর্কে গভীর গবেষণা প্রয়োজন। উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে আবার জনবসতী গড়ে ওঠে।

ইতিহাসের অমোঘ পরিণতিতে ব্রিটিশের আর্বিভাব ঘটে। শ্রীহট্ট কাছাড় ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের আওতায় চলে যায়। উত্তর ত্রিপুরা থেকে যায় দেশীয় রাজ্যের অংশ হিসেবে। সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা রক্ত স্রোতে ভাসিয়ে গণ ভোটে শ্র ীহট্টের বেশী অংশ পাকিস্থানে (অধুনা বাংলাদেশ) ও কাছাড় স্বাধীন ভারতের অসম এবং উত্তর ত্রিপুরা ত্রিপুরা রাজ্যে

থাকে। পূর্বেই আলোচনা করেছি--- আলাদা প্রশাসনিক গণ্ডিতে থাকলেও এই তিন অঞ্চলের মধ্যে গভীর যোগ আজও অছে।

আমাদের এ অঞ্চলের ইতিহাস চর্চার বড় বেশী দৈন্যতা। এই দৈন্যতাকে কাটিয়ে ব্যাপক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে সুদুর অন্ধকার যুগ থেকে এ সময় পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তোলা দরকার যুক্তিগ্রাহ্য ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে এ অঞ্চলের ধূসর পান্ডুলিপিকে জন সাধারণের কাছে পরিষ্কার করা আজ বিশেষ আবশ্যক। এই সঠিক ইতিহাস চর্চা ব্যতিত একটি অঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই উদ্দ্যেশ্যেই এই প্রবন্ধ রচনা।

সুত্র ঃ ----

১) শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা।

২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।

৩) রাজমালা।

৪) The Political History of Tripura.

৫) India and China

৬) উত্তর পূর্ব ভারতের লঙ্গাই অববাহিকা ও বাণভট্ট-- প্রাচীন ইতিহাসের বিস্ময়।

৭) ত্রিপুরার মন্দির ও স্থাপত্য।

৮) Copper Plates of Sylhet

৯) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)

১০) Freedom at 50 Challenge to meet.